নবনীতা দেবসেনের বাবা-কাকাদের গল্পে মহৎ মানুষ...

দিলরুবা শাহানা

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ‘প্রতীচী’(‘হিমঋতু সংখ্যা ২০০৬-২০০৭) নামের সাময়িকীটিতে নবনীতা দেবসেনের ‘বাবা-কাকাদের গল্প: আমার পিতৃবন্ধু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়’ শিরোনামের লেখা সম্বন্ধে ভাল হয়েছে, ভাল লেগেছে ইত্যাদি বলার জন্য এই প্রয়াস নয়। লেখা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা জানা যায়। মহৎ মানব নবনীতার বাবা কবি নরেন্দ্র দেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর মৌলভী পাওয়া যায়নি দোয়া পড়ানোর জন্য। ঘটনাটি পড়ে মৌলভীদের জন্য করুণা হল। নবনীতার কলমের উপর মারাত্মক নিয়ন্ত্রণ! শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে। কোন ক্ষোভ, রাগ, দুঃখ বিদ্বেষ কিছুরই প্রকাশ নেই। ‘কোরান পড়ার মানুষ জোটানো যায়নি’। একটি মাত্র বাক্য! তাতেই বুঝে গেলাম যা বোঝার।

অপ্রাসঙ্গিক হবেনা উল্লেখ করা যে বাংলাদেশে এমনি এক সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ত কমিউনিষ্ট নেতা(সিপিবির সাধারন সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের)র মৃত্যুর পর গুঞ্জন উঠলো ওঁর জানাজা(মুসলমানের শেষকৃত্যের অংশ) হবে কিনা? সেই সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মসজিদের ইমাম তাঁর জানাজার ইমামতি করার জন্য এগিয়ে আসেন। তখন ধর্মে প্রাজ্ঞ এক ব্যক্তির ঢাকার পত্রিকাতে প্রবন্ধে বর্নিত ঘটনায় গুঞ্জন থেমে যায় মূহূর্ত্যে । ঘটনা হল ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ(সঃ)এর কাছে যখন মুসলমানদের সুহৃদ কোন এক খ্রীষ্টান রাজা বা শাসকের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায় উঁনি ঐ রাজার জানাজা পড়েছিলেন। মৌলভীরা হযরতের প্রজ্ঞাকে আয়ত্ব করতে সক্ষম হবেন কি কোনদিন?